দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

12

একশত নয়া কলেজ যশোর বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায়

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ॥ যশোর বোর্ডের অধীন খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৬টি জেলায় এখনও নূতন স্থাপিত আরও প্রায় একশত কলেজ অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

যশোর বোর্ডের একটি উর্ধ্বতন সূত্রে জানা যায়, ২৮টি নূতন কলেজকে বোর্ড অনুমোদন দিয়াছে। জানা যায়, সরকার নূতন নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠাকে নিরুৎসাহিত করিতে বলিয়াছে। তবুও কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা থামিতেছে না। ১৯৬৩ সালে যশোর বোর্ড স্থাপনের পর গত ৩২ বছরে বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারী ও বেসরকারী কলেজের সংখ্যা হইতেছে ২৬৩টি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, দেশ স্বাধীনের পর একবার কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। পরে ছাত্রাভাবে তাহার মধ্যে অনেক কলেজ বন্ধ হইয়া যায়। '৯২ সাল হইতে নূতন পদ্ধতির এসএসসি পরীক্ষার ফলে পাসের হার বৃদ্ধি পায়। কলেজে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়া যায়। সেই-সাথে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রবণতাও বাড়িয়া যায়। এলাকায় মাষ্টার ডিগ্রী পাস বেকার যুবকেরা প্রভাষকের পদের জন্য ভীড় জমায়। কোন কোন কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত প্রভাষকদের নিকট হইতে মোটা অংকের টাকা 'ডোনেশন' হিসাবে আদায় করে বলিয়া জানা যায়। কোথাও কোথাও এই টাকায় কলেজ ভবন নির্মাণ করা হয়।

বোর্ডের নিয়মানুযায়ী একটি কলেজ হইতে আরেকটি কলেজের দূরত্ব কমপক্ষে ৮ মাইল হইতে হইবে। বিশেষ করিয়া মফস্বল এলাকায়। কিন্তু ৪/৫ মাইল দূরত্বের মধ্যেও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর দুই হাজার টাকা ফি দিয়া অনুমোদনের জন্য আবেদন করিতে হয়। সেইসাথে আরও কতিপয় শর্তপূরণ করিতে হয় যেমন ৩ একর জমি, প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্লাস রুম, শিক্ষক, ৫০ হাজার টাকা রিজার্ভ ফান্ড ইত্যাদি। কলেজ পরিদর্শন শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন রিপোর্টে সন্তুষ্ট হইলে কলেজ অনুমোদন কমিটির সভায় নূতন কলেজকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

এদিকে এবার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের চাপের কথা বিবেচনা করিয়া মাধ্যমিক স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খুলিবার অনুমতিদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোর্ডের একটি সূত্রে জানা যায়, সিদ্ধান্তটি ব্যাপক সাড়া জাগায়। পাঁচশতের উপর হাইস্কুল সাড়া দেয়। তন্মধ্যে বোর্ডের বিবেচনায় দুই শতাধিক স্কুল যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৫ই অক্টোবর শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ৩টি স্কুলকে একাদশ শ্রেণী খুলিবার অনুমতি দিয়াছে।